১০

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 FEB 1995 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

জনমত

দাখিল মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা

সম্প্রতি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের খবরে প্রকাশ, '১৯৯৫ সালের জানুয়ারী থেকে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসায় দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কৃষি শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক বাজারে পাওয়া যাবে। নতুন আঙ্গিকে সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীও একই সময়ে প্রকাশিত হবে।'

খবরটি অনেক মাদ্রাসার জন্য 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' তুল্য মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, মূলত ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য দেশের মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি হাই স্কুলের সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহ মাদ্রাসায় প্রবর্তন করায় ধর্মীয় বিষয়সমূহের কলেবর অনেক সঙ্কুচিত হয়েছে। আবার নতুন একটি বিষয় 'কৃষি শিক্ষা' বাধ্যতামূলক করায় শেষ পর্যন্ত হয়তো নামকাওয়াস্তে আরবী ও কোরআন হাদীস সামান্য কিছু মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে থাকবে। তাই যদি হয়, তাহলে মাদ্রাসা ও হাই স্কুলের শিক্ষায় পার্থক্য থাকে কতটুকু?

দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক কামিল, ফাজেল ও আলেম পাস। দু'তিন জন আইএ, আইএসসি ও বিএ শিক্ষক দিয়ে সকল সাধারণ বিষয় পড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়। মাদ্রাসায় শিক্ষিত এম এম; এফ এম ও আলেম শিক্ষকদের অংক, ইংরেজী, মানবিক বিষয়সমূহ, বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা অধিকাংশই এসব বিষয় পড়েননি। এ কারণে প্রায় সকল মাদ্রাসাতেই ইংরেজী ও অংক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবের কথা হরহামেশা শোনা যায়। এখন 'কৃষি শিক্ষা' বাধ্যতামূলক করায় এই বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরও একজন শিক্ষকের অভাব দেখা দেবে। কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য অন্তত বিএজি পাস একজন শিক্ষক রাখার সঙ্গতি কোন দাখিল মাদ্রাসার আছে বলে মনে হয় না।

প্রতি দাখিল মাদ্রাসার এবতেদায়ী পাঁচটি শ্রেণীসহ মোট এগারোটি (দাখিল পরীক্ষার্থী শ্রেণীসহ) ক্লাসের জন্য সর্বমোট তেরোজনের অধিক শিক্ষক দেয়া হয় না। এসব মাদ্রাসায় কোন কেরানিও দেয়া হয় না যিনি প্রয়োজনে দু'চারটি ক্লাস নিতে পারতেন। দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীগণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিনা বেতনে লেখাপড়া করে। তাদের অধিকাংশকে লিল্লাহ বোর্ডিং-এ জায়গীর রেখে ফ্রি খাওয়াতে হয় এবং মাদ্রাসা কমিটিকে টাকা খরচ করে তাদের বই কিনে দিতে হয়। কেননা, সাধারণত গরীবের সন্তানেরা মাদ্রাসায় পড়তে আসে; বেতন প্রদানের বা বই কেনার সামর্থ্য তাদের নেই।

সরকার দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করলেও এবতেদায়ী, দাখিলী বা কোন প্রকার মাদ্রাসায় কোন বই দেয়া হয় না। মাদ্রাসাসমূহের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মাদ্রাসায় ফাজেল (বিএ মান) পাস করা সত্ত্বেও, বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ থেকে তাঁরা কেন বঞ্চিত হবেন তা বোধগম্য নয়। শুধু তাই নয়, দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও মাদ্রাসায় পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে বলে জানা যায়।

আমার মতে, হঠাৎ করে দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক বিষয় করা, বিনা মূল্যে কৃষি শিক্ষা বইসহ এবতেদায়ী শ্রেণীসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের বই সরবরাহ করা এবং দাখিল মাদ্রাসাসমূহে একজন কেরানীসহ শিক্ষক সংখ্যা ১৪ জন করা বাঞ্ছনীয়।

বিষয়টির প্রতি দেশের চিন্তাশীল সুধীজন, বিজ্ঞ শিক্ষক সমাজ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও সরকারী কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—অধ্যক্ষ এম এ হামিদ
আমাদের দেশ হোম, পাবনা।